ইনকিলাব

তারিখ 4 AUG 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি হয়েছে

কেবিনেটে অনুমোদন নিয়ে সংসদে পাস হবে শিক্ষামন্ত্রী

মুসলিম উম্মাহর নেতা সউদী আরব এদেশের মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করবে আশা করি : এ এম এম বাহাউদ্দীন

☐ স্টাফ রিপোর্টার

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইতোমধ্যে আইন তৈরি হয়েছে। মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন শেষে আগামী সংসদ অধিবেশনেই তা বিল আকারে পাস এবং বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে যে দাবিগুলো তা বাস্তবায়ন করা হবে। গতকাল (শুক্রবার) মহাখালীস্থ গাউসুল আযম মসজিদ কমপ্লেক্সে মাদরাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সউদী আরবের রাষ্ট্রদূত ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে যেভাবে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ ও বর্তমান সরকারও একই কথা বলে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখনও উগ্রতা, জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে না। ইসলামের নামে যেন এসবের উত্থান না হয় এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার সজাগ রয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাকে উন্নত করতে যুগান্তকারী ও অনন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে মাদরাসা পৃঃ ১২ কঃ ৬

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলেমরা একদিকে যেমন মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তেমনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার প্রধান সূচিই হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন অনুমোদন করা। সেখানে অনুমোদন হলে আগামী সংসদ অধিবেশনেই তা বিল আকারে পাস হবে। এছাড়া শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে যেসব দাবি আছে সেগুলোও বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

সউদী আরব রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ নাসের আল বোশাইরী বলেন, সউদী আরবের শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার সম্পর্ক অনেক পুরনো ও সুদৃঢ়। সউদী আরবে বাংলাদেশের অনেক ছাত্র পড়াশুনা করে দেশে ফিরে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তিনি বলেন, আজ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি যেভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরলেন তাতে আগামীতে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সাথে এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় বৃদ্ধি পাবে।

নাসের আল বুশাইরী বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছে বলতে চাই, ইসলাম এখন খুব কঠিন সময় পার করছে। ইসলামের শত্রুরা ইসলাম সম্পর্কে নানা কথা বলছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে না। সব সময় শান্তির কথা বলে। সউদী রাষ্ট্রদূত উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলেন, সউদী আরব আপনাদের সাথে মিলে মুসলিম উম্মার জন্য কাজ করছে। এ মাসেই মক্কায় আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হবে।

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন কেবল বাংলাদেশের নয়, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ সংগঠন। এর সাথে ১ কোটি ৫০ লাখ ভোটার জড়িত আছে। তিনি সউদী রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে বলেন, বাংলাদেশের সম্পর্কে সউদী আরবের একটা ভুল ধারণা আছে। তাদের ধারণা বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামই কেবল ইসলামী সংগঠন। দেশে ইসলামের আর কোন সংগঠন নেই। এই ধারণা ভাঙতে হবে। মূলত জামায়াতে ইসলামী কোন ইসলামী সংগঠন নয়।

তিনি বলেন, ইরানের ইসলামী বিপ্লব সফল হয়নি কারণ তারা ইসলামকে শিয়াইজম করে ফেলেছিলো। সউদী আরব সম্পর্কে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের ধারণা ভিন্ন। এই দেশের মানুষ মনে করে সউদী আরব ইসলামী উম্মার নেতা। ইসলামী উম্মার প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি সউদী রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এ দেশে ইসলাম কোন বিশেষ দলের নয়, ইসলাম এদেশের সকল মানুষের মধ্যে সমা বিস্তৃত রয়েছে।

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি বলেন, মুসলিম জনশক্তি তৈরিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আরবি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় এটাই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের গরিব, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে। জমিয়াতুল মোদাররেছীন এখনও সেই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাগদাদ, মদিনা ও মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগী করে গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

মোদাররেছীন সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকরা স্বল্প পারিশ্রমিকে সউদী আরবের উন্নয়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সউদী আরবের উন্নয়ন অংশীদার। ইনকিলাব সম্পাদক বলেন, আমরা আশা করি আগামীতে সউদী আরব এদেশের মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করবে। সুষ্ঠুভিত্তিক মুসলিম বিশ্ব গড়ে তুলতে তারা সাহায্য করবে।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মোমতাজীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সউদী আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ বিন নাসের আল বুশাইরী। উপস্থিত ছিলেন ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত বাহা নরিন আবু গোয়েমলা, ফিলিস্তিনের এম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি সৈয়দ ফায়েজ হামযা, বি এইচ হারুন এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম আলাউদ্দীন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন আকবর, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের চেয়ারম্যান এনামুল হক, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক ভিসি ড. শমসের আলী, সরকারী-ই-মাদরাসা আলিয়ার অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ইয়াকুব হুসাইন, ইফার বোর্ড অব গভর্নর শায়েখ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী, মুসলিম লীগ সভাপতি এড. নুরুল হক মজুমদার, টেলিভিশন ভাষ্যকার ক্বারী হাবিবুল্লাহ বেলালী, বরপুর দরবার শরীফের পীর সাহেব মাওলানা মুহতাসিম বিল্লাহ রাব্বানী, ইসলামী পত্রিকা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তফা মহিউদ্দীন খান, জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, সিরাজগঞ্জ জেলার সভাপতি মাওলানা আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল আরেফীন, বরিশালের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব, রাজশাহীর সভাপতি মাওলানা আব্দুল গফুর, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোকাদ্দাসুল ইসলাম, সিলেটের মাওলানা আতাউর রহমান, নোমান আহমদ, রংপুরের মাওলানা আ ন ম হাদীউজ্জামান, ভোলার মাওলানা মোবাশ্বেরুল হক নাঈম, চাঁদপুরের ড. মাহবুবুর রহমান, পটুয়াখালীর শাহ মাহমুদ ওমর জিয়াদ, শেরপুরের মেরাজউদ্দিন, বরগুনার মোঃ হারুনুর রশীদ, ঢাকার মাওলানা মামুনুর রশীদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, ফেনীর মাওলানা হোসাইন আহমদ, কুমিল্লার মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা মোঃ আব্দুল মতিন, লক্ষ্মীপুরের মাওলানা আব্দুস সোবহান সিদ্দিকী, নওগাঁর মাওলানা মানসুরুর রহমান, দুর্বাটি গাজীপুরের ড. মাওলানা নজরুল ইসলাম, ঢাকার মাওলানা জাফর সাদেক, নেত্রকোনার মাওলানা আব্দুল বাতেন, ময়মনসিংহের মাওলানা ইদ্রিস খান, নারায়ণগঞ্জের মাওলানা আব্দুল হাই, ভোলার মাওলানা আব্দুর রহিম, মাওলানা আব্দুর রহমান বেলালী, কক্সবাজারের মাওলানা জামাল হোসাইন প্রমুখ।